ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

কর্মপরিকল্পনা- ২০১৬

কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণের ছকঃ

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল (শুরু ও সমাপ্তির তারিখ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তাঁর নাম ও পদবী)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাণ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না পরিমাপের মানদন্ড
০১.	আইসিবি ও আইসিবি সাবসিডিয়ারী কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত বে-মেয়াদি ইউনিট সার্টিফিকেট-এর বিপরীতে অগ্রিম প্রদান সেবা সহজীকরণ।	১ জানুযারি, ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬	উপ-মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ডিভিশন	নথি একাধিক ডিপার্টমেন্টে প্রেরণের প্রয়োজন হবে না। সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক চেক ইস্যুর ব্যবস্থা করা হলে এবং একজন নিরীক্ষা কর্মকর্তাকে পদেস্থাপন করা হলে ধাপ হ্রাস পাবে ও গ্রাহকের ভিজিট সংখ্যা, সময় ও অর্থ ব্যায় হ্রাস পাবে।	
০২.	ইউনিট ফান্ডের ডুপ্লিকেট (Duplicate) লভ্যাংশ পত্র দ্রুত ইস্যুকরণ।	১ জানুযারি, ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬	উপ-মহাব্যবস্থাপক, ইউনিট ফান্ড ডিভিশন	কাজটি সম্পন্ন হলে দ্রুত গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিত হবে। গ্রাহকের অর্থ ও সময় ব্যয় হ্রাস পাবে। একাধিকবার আইসিবিতে আসার প্রয়োজন হবে না।	
০৩.	বিনিয়োগ হিসাব হতে হিসাব ধারকগণের অনুকূলে তহবিল উত্তোলন প্রক্রিয়া সহজীকরণ।	১ জানুযারি, ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬	উপ-মহাব্যবস্থাপক, মার্চেন্ডাইজিং ডিভিশন	কাজটি সম্পন্ন হলে গ্রাহককে একাধিকবার আইসিবিতে আগমন করতে হবে না। নথি একাধিক ডিপার্টমেন্টে প্রেরণের প্রয়োজন হবে না। ধাপ হ্রাস পাবে। গ্রাহকের অর্থ ও সময় সাশ্রয় হবে। আইসিবির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।	
০৪.	অনলাইন-এর মাধ্যমে ইউনিট সার্টিফিকেট-এর বিপরীতে অগ্রিম প্রদানের আবেদনপত্র গ্রহণ।	১ জানুযারি, ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬	উপ-মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ডিভিশন	কাজটি সম্পন্ন হলে গ্রাহককে আবেদনের জন্য একাধিকবার আইসিবিতে আসার প্রয়োজন হবে না। ফলে ব্যায় হ্রাস পাবে এবং সময় কম লাগবে।	
০৫.	বোর্ড মিটিং অটোমেশন।	১ জানুযারি, ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬	উপ-মহাব্যবস্থাপক/ কোম্পানি সচিব, সেক্রেটারিজ ডিভিশন	পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তকরণ ত্বরান্বিত হবে। পূর্বের স্মারকসমূহ সংরক্ষণের জন্য আর্কাইভ তৈরি হবে যা স্মারকসমূহ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কাগজের ব্যবহার প্রায় থাকবে না। অর্থ সাশ্রয় হবে। পরিবেশ দূষণ হ্রাস পাবে।	